Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 25-05-2026 17:21 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১০ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ২৫ মে ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৫১ সংখ্যা ।। ২পাতা

মঙ্গলে বিধানসভায় ঘর পেতে পারেন বিরোধী দলনেতা-সহ তৃণমূল বিধায়করা

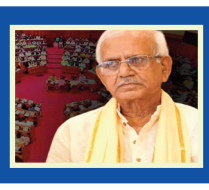

গুলমার্গে মাঝ আকাশে থমকে রোপওয়ে, শূন্যে আটকে ৩০০ পর্যটক!

বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সীমিত যোগাযোগ, গোপন বাঙ্কারে লুকিয়ে আছেন মোজতবা খামেনেই!

মেয়র-কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠকে মমতা

নয়া জামানা ঃ ছাব্বিশের ভোটে ভরাডুবির পর পুরভোটে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টায় তৃণমূল। একের পর এক পুরসভায় বোর্ড ভাঙা ও প্রতিনিধিদের ইস্তফায় দল কার্যত কোণঠাসা। এই পরিস্থিতিতে গত সপ্তাহে কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সোমবার বিকেলে কালীঘাটের বাড়িতে শহরতলির চার পুরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও চেয়ারম্যানদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন তৃণমূলনেত্রী।

অন্তর্বাস পোশাকে আকাশ সিং

নয়া জামানা ঃ একসময় তার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত আমজনতা। বলা ভালো, তার ভয়ে যেন বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। বাংলায় সরকারের পালাবদলের পর বদলে গিয়েছে ছবি। সেই ডনই যেন আজ ভিজে বেড়াল! পরনে অন্তর্বাস, নেড়া মাথায় দাবাং পুলিশের সঙ্গে উত্তর হাওড়ার ভরা বাজার ঘুরল কুখ্যাত দুষ্কৃতী আকাশ সিং। চোখ তুলে তাকানোর সাহস পেল না সে। অনেকেই বলছেন, এবার বোঝো কত ধানে কত চাল।

অপেক্ষার অবসান

নয়া জামানা ঃ গত সরকারের আমলে প্রায় দেড় বছর আটকে ছিল চিংড়িঘাটা মেট্রো প্রকল্পের কাজ। তবে ডবল ইঞ্জিন সরকার আসতেই সেই জটিলতা কেটেছে। মাত্র ১২০ ঘণ্টারও কম সময়ে দু'দফায় মেট্রো লাইন জোড়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে

চাকরিপ্রার্থীদের ঢল

মানস দাস ● নয়া জামানা

সাধারণ মানুষের অভাব- অভিযোগ সরাসরি শুনতে এবার সল্টলেকে দলের কার্যালয়ে 'জনতার দরবার' বসালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সকাল থেকেই সেখানে ভিড় জমাতে শুরু করেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ। কেউ ব্যক্তিগত সমস্যা,কেউ আবার চাকরির দাবি নিয়ে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে। সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ে চাকরিপ্রার্থীদের উপস্থিতি। দীর্ঘদিন ধরে নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনরত বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে লিখিত আবেদন তুলে দেন।তাঁদের মূল দাবি,পরীক্ষার নম্বর ও ওএমআর শিটের ভিত্তিতে স্বচ্ছভাবে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হোক। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশের পরেও এখনও পর্যন্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি।তাই দ্রুত স্বচ্ছ নিয়োগের ব্যবস্থা করার আর্জি জানান তাঁরা।যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অনশনকারী মঞ্চের প্রতিনিধিদের অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে সাধারণ মানুষের কথা শোনার সুযোগ ছিল না।কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি মানুষের সঙ্গে দেখা করছেন,তাঁদের কথা শুনছেন-এটাই তাঁদের কাছে বড় আশা জাগাচ্ছে।শুধু শিক্ষক নিয়োগ নয়,এদিন জনতার দরবারে হাজির হন পুলিশের চাকরিপ্রার্থীরাও।বিশেষ করে মহিলা প্রার্থীরা পুলিশের চাকরিতে উচ্চতার নির্ধারিত মাপকাঠি নিয়ে আপত্তি তোলেন। তাঁদের দাবি,বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী বহু যোগ্য মহিলা আবেদন করার সুযোগই পাচ্ছেন না।তাই বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে উচ্চতার নিয়মে পরিবর্তন আনার দাবি জানান তাঁরা।সূত্রের খবর,মুখ্যমন্ত্রী সকলের বক্তব্য মন দিয়ে শোনেন এবং সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।ফলে নতুন সরকারের এই উদ্যোগে আশার আলো দেখছেন বহু চাকরিপ্রার্থী ও সাধারণ মানুষ।রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি জনসংযোগ বাড়াতে এই 'জনতার দরবার' আগামী দিনে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

দালাল চক্র বরদাস্ত নয়

সরকারি হাসপাতালে চালু আই-কার্ড রঙিন

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ সরকারি হাসপাতালে দালাল চক্রের দৌরাত্ম্য রোখতে বিশেষ রঙিন পরিচয়পত্র চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। স্বাস্থ্য দপ্তরের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগের কর্মীদের জন্য আলাদা রঙের আইকার্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।স্বাস্থ্য দপ্তরের সার্কুলারে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ল্যাবরেটরি কর্মীরা কমলা, সহকারী অধ্যাপকরা বেগুনি, প্রশাসনিক কর্মীরা কালো, নার্সরা খয়েরি, নিরাপত্তা কর্মীরা মেরুন, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা সবুজ, সাফাইকর্মীরা হলুদ এবং আউটসোর্সিং কর্মীরা নীল রঙের পরিচয়পত্র বহন করবেন।এই নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে এসএসকেএম, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ, এনআরএস, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল ও কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল-সহ রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে।আজ, সোমবার ২৫ মে থেকেই শুরু হচ্ছে পরিচয়পত্রের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া। আগামী ২৮

মে-র মধ্যে তা সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট, প্রশাসনিক কর্মী, প্যারা-মেডিক্যাল, জিডিএ ও চালক-সহ সকল বিভাগের কর্মীদের এই নথিভুক্তির আওতায় আনা হবে।প্রকল্পটি সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য হাসপাতালের প্রতিটি ভবনে একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করা হবে। উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ, অফিস ডেস্ক এবং ওয়েবেলের আইটি কর্মী মোতায়েন করা হবে। রেজিস্ট্রেশন চলাকালীন ভিড় সামলাতে স্বেচ্ছাসেবকও রাখা হবে।উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরপরই শুভেন্দু অধিকারী হাসপাতালে দালাল চক্র ও অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ রোখতে এই বিশেষ পরিচয়পত্র ব্যবস্থা চালুর ঘোষণা করেছিলেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 25-05-2026 17:21 Page 2

দামোদরে স্নানে নেমে তলিয়ে মৃত্যু পড়ুয়ার

সীতারাম মুখার্জি,নয়া জামানা , রানিগঞ্জ ঃ নিষেধাজ্ঞাকে অগ্রাহ্য করেই দামোদরের জলে স্নানে নেমে তলিয়ে গেল এক কিশোর। এরপর বেশ কিছুক্ষণ তল্লাশির পর উদ্ধার হল নিথর দেহ। মৃত কিশোরের নাম আয়ুশ শর্মা (১৫)। সে দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানা এলাকার সিনেমা হল রোড এর বাসিন্দা। দুর্গাপুরের বিধাননগরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে তিন বন্ধু মিলে দুর্গাপুরের দামোদর নদে স্নান করতে যায়। প্রথমদিকে নদীর ধারে স্বাভাবিকভাবেই জলকেলি চলছিল। কিন্তু আচমকাই গভীর জলে চলে যায় আয়ুশ। সাঁতার না জানার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে মুহূর্তের মধ্যেই জলের তলায় তলিয়ে যেতে থাকে। বন্ধুরা প্রথমে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। এরপর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন এবং শুরু হয় তড়িঘড়ি খোঁজাখুঁজি দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পর স্থানীয়দের সহযোগিতায় নদী থেকে উদ্ধার করা হয় কিশোরের নিথর দেহ। তড়িঘড়ি তাকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে ভিড় জমায় পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃত কিশোরের বাবা-মা। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মহিলাকে উত্যক্ত করার প্রতিবাদে বিজেপি কর্মীকে ধারাল অস্ত্রের কোপ

নয়া জামানা ,মালদহ ঃ দিনের আলোয় প্রকাশ্য রাস্তায় এক বিজেপি কর্মীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে। এদিন সকালে মালদহের চাঁচলে এই ঘটনা ঘটে। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম কিরণ সাহা, যিনি পেশায় চাঁচল মহকুমা আদালতের আইনজীবী এবং বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সক্রিয় কর্মী।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে বাজার সেরে বাড়ি ফেরার পথে কিরণ সাহার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী। এলোপাথাড়ি অস্ত্রের আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে পরে তাঁকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কিরণ সাহা জানান, কয়েক মাস আগে এলাকায় এক মহিলাকে প্রকাশ্যে উত্যক্ত করার ঘটনায় তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন এবং অভিযুক্ত হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছিলেন। সেই পুরনো আক্রোশ থেকেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে ওই অভিযুক্তকে স্থানীয় একজন পুলিশ আধিকারিক মদত দিয়ে আসছেন। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি ও হিন্দু সংগঠনের কর্মীরা আশাপুর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পরিস্থিতি সামলাতে থানার ইনচার্জের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়।পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে হামলার প্রকৃত কারণ ও পরিকল্পনার সম্পূর্ণ চিত্র এখনও স্পষ্ট হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

পুলিশকর্মীর হাতে ট্যাটু দেখে ক্ষুব্ধ কৌস্তভ

নয়া জামানা, টিটাগড় ঃ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেওয়া পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে এদিন সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে টিটাগড় এলাকা। ঘটনাস্থলে পৌঁছে খড়দহ থানার পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। পাশাপাশি ‘কাটমানি’ দাবি ও মারধরের অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছে।টিটাগড় পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের টাটা গেট এলাকায় স্থানীয় তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দেওয়া একটি ব্যানার ছেঁড়া অবস্থায় দেখ তে পান বিজেপি কর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী। কিছুক্ষণের মধ্যে খড়দহ থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে আসে।ঘটনাস্থলে পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি বিধায়ক। এক পুলিশকর্মীর হাতে ট্যাটু দেখে প্রকাশ্যেই আপত্তি জানান তিনি। শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর কর্মীর হাতে ট্যাটু থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কৌস্তভ বাগচী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়।এরই মধ্যে স্থানীয় মার্বেল ঠিকাদার তথা বিজেপি কর্মী অজয় বাগ টিটাগড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে ‘কাটমানি’ দাবি ও মারধরের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বিধান রাও-সহ কয়েকজনের নাম অভিযোগে উঠে এসেছে।ঘটনার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেছে বিজেপি।

তবে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে শাসকদল। স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত চৌধুরী দাবি করেন, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

সেল আইএসপির বুলডোজার অভিযান, ভাঙ্গা হল তৃণমূল কাউন্সিলরের অফিস

নয়া জামানা ,বার্নপুর ঃ বাংলায় রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের পর একের পর এক বেআইনি নির্মাণের ওপর বুলডোজার চালানো হচ্ছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার ইস্পাত নগরী বার্নপুরে, তাদের জমিতে তৈরি তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসগুলি সেল আইএসপি বা ইস্কো কারখানা কতৃপক্ষ ভেঙে দিচ্ছে। সেল আইএসপির তরফে বলা হচ্ছে যে, এই অফিসগুলি অনুমতি ছাড়াই তৃণমূল কংগ্রেস বেআইনিভাবে তৈরি করেছিল। অনেকবার আইএসপি কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাদের জমিতে নির্মিত এই অফিসগুলি সরানোর জন্য নোটিশও দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে সেগুলি সরানো হয়নি। কিন্তু এখন বাংলায় ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে।তার পরে গোটা পরিস্থিতি বদলে গেছে। নিজেদের জমি থেকে সেল আইএসপি অবৈধভাবে নির্মিত তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসগুলি বুলডোজারের সাহায্যে ভেঙে ফেলা হচ্ছে। সোমবার আসানসোল পুরনিগমের ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডে র তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের অফিস ভেঙে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল কাউন্সিলর হয়ে আমি সর্বদা জনগণের স্বার্থে কাজ করার চেষ্টা করেছি। এই উদ্দেশ্যেই এই কার্যালয় তৈরি করা হয়েছিলো।৬ রবিবার বিকেল ৫টা নাগাদ হঠাৎ আইএসপি আধিকারিকরা এসে অফিস সরাতে বলেন। কাঞ্চন

মুখোপাধ্যায় আরো বলেন, আমি আইএসপি আধিকারিকদের কাছে ৩/৪ দিনের সময় চেয়েছিলেন যাতে তিনি অফিসের ভিতরে রাখা জিনিসগুলি সরাতে পারেন। কিন্তু দেখা যায়, এদিন সকালে তার অফিস বুলডোজারের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কাঞ্চন মুখোপাধ্যায় বলেন, এ বিষয়ে তার বেশি কিছু বলার নেই।বাংলার সরকার যদি উন্নয়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেয় তাহলে আমি সরকারের পাশে আছি। সরকার বা আইএসপি কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই।অন্যদিকে, আইএসপি কতৃপক্ষ জানায়, নিয়ম মেনেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ, এর আগে বার্নপুরে গত কয়েক দিনে আইএসপি কতৃপক্ষ তৃণমূল কাউন্সিলার অশোক রুদ্র সহ একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের অফিস বুলডোজার চালিয়েছে।

চাকরির টোপে টাকা নিয়ে ফেরত দেওয়ার আশ্বাস, ভাইরাল অডিও ঘিরে বিপাকে তৃণমূল নেতা

নয়া জামানা,জলপাইগুড়ি ঃ সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়া এবং পরে তা ফেরত দেওয়ার আশ্বাস সংক্রান্ত একটি অডিও ক্লিপকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে জলপাইগুড়ি-সহ গোটা উত্তরবঙ্গে। অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুপ্রিয় চন্দ্র।সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি অডিও ক্লিপে এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, যেখানে তিনি স্বীকার করছেন যে শীঘ্রই কিছু টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অডিওটি ঘিরে অভিযোগ উঠেছে, সরকারি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। যদিও এই অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাই করে নি সংবাদ নয়া জামানা।অভিযুক্ত সুপ্রিয় চন্দ্র স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে পরিচিত মুখ। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক শীর্ষ তৃণমূল নেতা-নেত্রীর নির্বাচনী সভায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে বলে জানা গেছে। দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকায় ঘটনাটি আরও বেশি আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।ভাইরাল অডিওটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত চাকরিপ্রার্থী ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।